

কমনওয়েলথভুক্ত দেশের শিক্ষা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ঢাকা, ২২শে জুলাই - শিক্ষা-মন্ত্রী মহাবুবুর রহমান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের জন্য কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসক বিনিময়সহ ছাত্র সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

বাংলাদেশ মন্ত্রী গত ২০শে জুলাই সোমবার থেকে নাইরোবীতে অনুষ্ঠিত দশম সম্মেলনে একথা বলেন। তিনি বলেন, ছাত্ররা হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ নেতা ও সম্পদ এবং কমনওয়েলথ দেশসমূহের মধ্যে উচ্চতর শিক্ষা লাভের ব্যাপারে তাদের আরো সুযোগ থাকা উচিত।

শিক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করেন, ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ যিনি নিজেই একজন কবি এবং শিক্ষা-সংস্কারে উৎসাহী হাতিমধ্যেই একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেছেন। এই কমিশন শিক্ষাব্যবস্থা এবং এর উন্নয়নের জন্য কাজ করবে। শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে উল্লেখ করেন, বাংলা-দেশের রাষ্ট্রপতি এরশাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আগামী ১৯৯০ সালের মধ্যে দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হবে এবং ২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা হবে। মন্ত্রী আরো উল্লেখ করেন অগর্ভাধিকারের ভিত্তিতে এই কর্মসূচীর যথাযোগ্য পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি এরশাদকে প্রধান করে একটি জাতীয় লিটারেসী কাউন্সিল গঠিত হয়েছে।

(৬-এর পৃঃ দৃঃ)

সম্মেলন অনুষ্ঠিত

(৭-এর পৃঃ পর)
গত সোমবার ৬-দিনব্যাপী কমনওয়েলথভুক্ত দেশের শিক্ষা-মন্ত্রীদের এই সম্মেলন উন্মোচন করেন কের্নিয়ার প্রেসিডেন্ট ডেনিয়েল আলপ মই। এবং অন্যদের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন কমনওয়েলথ দেশভুক্ত শিক্ষামন্ত্রীগণ, কের্নিয়ার মন্ত্রিবর্গ, কমনওয়েলথ মহাসচিব এস. রাম পাল এবং কুটনৈতিক সদস্যবৃন্দ। খবর তথ্য বিবরণীর।